গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নথি নং-১৮.১২.০০০০.০২৯.১৪.০০১.১৯-১৪১ তারিখঃ ১৮ জুলাই ২০১৯

বিষয়ঃ "বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানী সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট ওয়েল ট্যাংকার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপর আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ১০/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত "বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানী সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট ওয়েল ট্যাংকার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ৪-পৃষ্ঠা

(এস.এম. আলমগীর)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৪৫৪৮৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) ঃ

১। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃঃ আঃ মহা-পরিচালক, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ)।
৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। বিভাগীয় প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ যুগ্ম-প্রধান, রেলপরিবহন উইং)।
৬। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ ঢাকা।
৭। উপ-প্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮। চীফ প্লানিং ম্যানেজার, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ ঢাকা।
৯। প্রকল্প পরিচালক, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানী সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট ওয়েল ট্যাংকার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (তাকে সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
নৌপরিবহণমন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা
বাংলাদেশসচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ "বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানী সবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফ্ট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
সময় ও তারিখঃ দুপুর ১২.০০ ঘটিকা, ১০/০৭/২০১৯ ইং
স্থানঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-"ক"তে সন্নিবেশিত হলো।

০২। আলোচনাঃ

২.১ সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম প্রধান বলেন বিআইডব্লিউটিসি হতে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ১৯০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানি সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন ফেরি ও যাত্রীসেবা প্রদান, জ্বালানী সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বিআইডব্লিউটিসি'র চেয়ারম্যান জানান, সংস্থার শুরুতে জলযানে ঠিকাদারের মাধ্যমে তেল সরবরাহ করা হতো। বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানের জন্য তেল ক্রয়ে ভোগান্তি, হয়রানি এবং ব্যবহারে সাশ্রয়ী করার উদ্দেশ্যে ১৬/০২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঠিকাদারের মাধ্যমে তেল সরবরাহ বন্ধ করে বিপিসির নিকট হতে সরাসরি তেল ক্রয় করে বেসরকারি জলযানের মাধ্যমে তেল সরবরাহ করা হয়। এছাড়া উক্ত সভায় বিআইডব্লিউটিসি ও বিআইডব্লিউটিএ নিজস্ব উদ্যোগে সমন্বিতভাবে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে অয়েল ট্যাংকার ক্রয় এবং ট্যাংক লরী ক্রয়/ভাড়া করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ফেরিঘাটে জ্বালানী নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিবহনের জন্য বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ৩ টি ট্যাংক লরী অশোক লেল্যান্ড কোম্পানি হতে ক্রয় করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ট্যাংকারের সাহায্যে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া এবং শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ি রুটে তেল সরবরাহ করা হবে মর্মে জানানো হয়। প্রতিটি ট্যাংকারের ধারণ ক্ষমতা ৪ লক্ষ লিটার। প্রতিদিন দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া রুটে ৭ লক্ষ লিটার এবং শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ি রুটে ৫.৫০ লক্ষ লিটার জ্বালানীর প্রয়োজন হয়। সভাপতি বিআইডব্লিউটিসির জলযানে জ্বালানী হিসেবে কি ধরনের ফুয়েল ব্যবহৃত হয় জানতে চাইলে সংস্থার চেয়ারম্যান জানান যে ডিজেল ব্যবহার করা হয়। ডিজেল চালিত ইঞ্জিন সাশ্রয়ী হলেও কালো ধোঁয়া তৈরি করে যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সভাপতি সোলারসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি জলযানে ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে পর্যালোচনার নির্দেশনা দেন।

২.২ যুগ্ম প্রধান বলেন, প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপিটি পরিকল্পনা পরিপত্র অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। ট্যাংকার দু'টি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ও সেফটি নিশ্চিত হতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্পেসিফিকেশনটি দক্ষ পরামর্শকের

মাধ্যমে প্রণয়ন করতে হবে। ডিপিপিতে পরামর্শক নিয়োগের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি প্রয়োজনে এখাতে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। ফিজিক্যাল ও প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে বিধায় উক্ত খাত দু'টিতে ১% হারে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। বিআইডব্লিউটিসির প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। সিদ্ধান্তসমূহঃ বিস্তিরিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(ক) প্রকল্পটির আওতায় নির্মিতব্য শ্যালো ড্রাফট ওয়েল ট্যাংকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানসম্মতভাবে তৈরী করতে হবে;

(খ) ওয়েল ট্যাংকারের স্পেসিফিকেশন যথাযথ হতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে পরামর্শকের সহায়তা নেয়া যেতে পারে;

(গ) ওয়েল ট্যাংকার প্রস্তুতিতে সেফটি ও সিকিউরিটির বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে লো কার্বন স্ট্যাটিজি অনুসৃত হবে;

(ঘ) প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১) শেষ করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে;

(ঙ) ফিজিক্যাল ও প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাতে ১% হারে অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখতে হবে;

(চ) একনেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারন অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ছ) উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপিটি পুনর্গঠন করে জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

০৪। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ আব্দুস সামাদ) ১৫/৭/১৯
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়